

যে পরীক্ষা ভন্ডুল হয়নি

আমাদের দেশে পরীক্ষা নির্বাহী সম্পন্ন হবার ঘটনা কমই ঘটে। অনেক বাধাবিধি আতঙ্ক করেই তা অন্তিমিত হয়। তবে পরীক্ষা হলেই উল্লাস মনতে হয়। না হবার সম্ভাবনাও থাকে। ঢাকা নগরীর কলেজগুলির স্থাগত অনার্স পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে এক ঘণ্টা দেরী করে হলেও অন্তিমিত হয়েছে। পরীক্ষা ভন্ডুলের চেষ্ঠা ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাসনে এ শব্দ ব্যতিক্রম্যমণী খবরই নয়, রীতিমত দৃষ্টান্ত মূলক ঘটনাও।

পরীক্ষা বর্জনকারীদের সংগ্রামই সাধারণত জোরালো হয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যে থাকে না তা নয়। প্রতিরোধ সব সময়েই থাকে। কারণ সাধারণ ছাত্ররা অধিকাংশই পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক। পরীক্ষাপূর্ব অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থাগত থাকলে অর্থনৈতিক ভাবে এবং কর্মজীবন শুরু করার ব্যাপারে যে ক্ষতি হয় তা পোষাবার সাধ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই নেই। তবে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছাত্রদের পরীক্ষা বর্জনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কখনো খুব একটা শক্তিশালী হয় না একথাও ঠিক। তার কারণও আছে। যারা পরীক্ষা বর্জনের সংগ্রাম শুরু করেন তারা সাধারণত সংগ্রামের ব্যাপারে বেশ অভ্যস্ত। হাতবোমা ফটানো এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র চালনাতেও তাদের অভ্যাস থাকতে পারে। এবারও পরীক্ষা ভন্ডুলের চেষ্ঠায় হাতবোমা ফটানো হয়। সাধারণ ছাত্ররা যারা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাদের অনেকেই এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চান। অনেকে এসব হাস্যমক্ক ভয়ও পান। খুব সম্ভব এসব কারণেই ইচ্ছা থাকলেও পরীক্ষা বর্জনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরালো হয়নি কখনো।

কিন্তু এবার পরীক্ষা বর্জনকারীদের ব্যবহারে ক্ষমতা হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দলমত নির্বিশেষে একবন্ধ হয়ে তাদের প্রতিহত করে। শিক্ষকরা মাইক হাতে নিয়ে পরীক্ষার জন্যে ডাক দিয়েছেন। এর ফলে কাজনি হলে শতকরা ৭০ ভাগ এবং কলাভবনে শতকরা ৩৪ ভাগ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয়। বোমা যাচ্ছে পরীক্ষা হয়ে যাবার ঘটনায় ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের অধিকাংশেরই সমর্থন আছে। তথাপি পরীক্ষা বর্জনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যে অধিকাংশ সময় টেকে না এটা দুঃখের কথাই শব্দ নয়। বিস্ময়কর ঘটনাও।

হয়ত বর্জনকারীদের যারা প্রতিরোধ করবেন তারা সবসময় নিজের একা এবং শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মশ্রীল হতে পারেন না। এবারের সাফল্য তাদের আত্মশ্রীল করতে সহায়্য করবে বলেই আমরা আশা করব। শিক্ষাসনে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জেগে উঠুক এটাই কাম্য।